কাব্য-আমপারা

কাজী নজরুল ইসলাম

ইসলামিক প্রকাশন

কাব্য আমপারা

আরজ

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র 'কোর-আন' শরীফের বাংলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্তত পড়ে বুঝবার মতোও আরবি-ফারসি ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কোর-আন শরীফের মতো মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হতো না—যদি আরবি ও বাংলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু—কোর-আন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবি ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা—বাঙালি মুসলমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি! আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোর-আন মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন তাহলে বাঙালি মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালি মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মতো অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোর-আন শরীফ যদি সরল বাংলা পদ্যে অনূদিত হয়, তা হলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন—অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোর-আন হয়তো মুখস্থ করে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশি কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে—কেননা কোর-আন পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মতো দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্তাধীন নয়।

মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের এবং স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন—আমার সকল শ্রম সার্থক হল মনে করব।

আমি এই অনুবাদে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি, নিচে তার তালিকা দিলাম। —Sale's Quran, Moulana Md. Ali's Quran, Tofsir-i-Hosainy, Tofsir-

i-Baizabi, Tofsir-i-Kabiri, Tofsir-Azizi, Tofsir—Mowlana Abdul Hoque Dehlavi, Tofsir-i-Jalalain, Etc., এবং মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আমপারা।

বহু ভাগ্যগুণে আমি বিখ্যাত মেসার্স করিম বখশ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের মতো দারাজ-দিল ও দারাজ-দস্ত মহানুভবের স্নেহ লাভ করেছি। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে, অর্থে ও সাহায্যে আমি 'আমপারা শরীফ' অনুবাদ করতে পেরেছি। উক্ত বীর সাধকের যোগ্য পুত্র দেশ-বিখ্যাত কর্মী মৌলবী রেজাউর রহমান খান এম. এ., বি.এল. (ডিপুটি প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল কাউন্সিল) সাহেবও অযাচিত স্নেহ ও প্রীতি-গুণে আমায় সর্ব বিষয়ে সাহায্য করে আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের ঋণ স্বীকার করবার মতো ভাষা ও সাধ্য আমার নেই।

মৌলানা মোহাম্মদ মোমতাজউদ্দিন ফখরোল-মোহাদ্দেসীন সাহেব, মৌলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাবনবী) সাহেব, মিঃ ইসকান্দর গজনভী বি.এ. সাহেব, মৌলবী কে.এম. হেলাল সাহেব ও আরো অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি করে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার এই অনুবাদে শুধু সাহায্য নয় সহযোগিতাও করেছেন, তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ অনুবাদ হয়তো এতটা নির্ভুল হতো না। এঁদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করছি।

আমার সোদর-প্রতিম সাহিত্যিক আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বি.এ. শুধু আমার প্রতি প্রীতিবশত যেভাবে এর জন্য আয়াস স্বীকার করেছেন, তার জন্য তাঁকে সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করছি। ইনি না থাকলে এ অনুবাদ হয়তো পুস্তক-আকারে আর বের হতো না। এর প্রুফ দেখা, আমায় অকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ আবদুল মজিদ দিবারাত্রি পরিশ্রম করে শেষ করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহতালা এঁদের সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন, ইহাই প্রার্থনা।

এ সত্ত্বেও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থাকে, মেহেরবান পাঠকবর্গের কেউ আমায় জানালে পরের সংস্করণে সানন্দে ঋণ স্বীকার করে তার সংশোধন করব। আরজ ইতি—

খাদেমুল ইসলাম—
নজরুল ইসলাম

উৎসর্গ

বাংলার নায়েবে-নবী
মৌলবী সাহেবানদের
দস্ত মোবারকে—

সুরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু!

সুরা—শ্লোক। ফাতেহা—উদ্‌ঘাটিকা।
যাবতীয় সুরার শানে-নজুল ও আবশ্যকীয় হাওয়ালা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সুরা নাস

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বলো, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে,—ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণাদানকারী 'খান্নাস' শয়তান
মানব দানব হতে চাহি পরিত্রাণ।

নাস—মানুষ। খান্নাস—কুমন্ত্রণাদাতা।

সুরা ফলক

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বলো, আমি শরণ যাচি ঊষা-পতির,
হাত হতে তার—সৃষ্টিতে যা আছে ক্ষতির।
আঁধার-ঘন নিশীথ রাতের ভয় অপকার—
এসব হতে অভয় শরণ যাচি তাঁহার !
জাদুর ফুঁয়ে শিথিল করে (কঠিন সাধন)
সংকল্পের বাঁধন, যাচি তার নিবারণ।
ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে।
শরণ যাচি, পানাহ্ মাগি তাহার তরে।

ফলক্—ঊষা, প্রাতঃকাল। পানাহ্—পরিত্রাণ।

সুরা ইখলাস

শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই সীমা নাই যাঁর করুণার !

বলো, আল্লাহ এক ! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর।

ইখলাস—বিশুদ্ধ।

সুরা লাহব

শুরু করি নামে সেই আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের বাহুদ্বয়,
হইবে বিধ্বস্ত তাহা হইবে নিশ্চয়।

করেছে অর্জন ধন সম্পদ সে যাহা
কিছু নয়, কাজে তার লাগিবে না তাহা।
শিখাময় অনলে সে পশিবে ত্বরায়
সাথে তার সে অনল-কুণ্ডে যাবে হায়
জায়া তার—অপবাদ-ইন্ধনবাহিনী,
তাহার গলায় দড়ি রহিবে আপনি।

লহব্—শিখাময় বহ্নি।

সুরা নসর

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত যাঁর করুণা কৃপার।

আসিছে আল্লার শুভ সাহায্য বিজয়!
দেখিবে—আল্লার ধর্মে এ জগৎময়
যত লোক দলে দলে করিছে প্রবেশ,
এবে নিজ পালক সে প্রভুর অশেষ
প্রচার হে প্রশংসা কৃতজ্ঞ অন্তরে,
করো ক্ষমা-প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
করেন গ্রহণ তিনি সবার অধিক
ক্ষমা আর অনুতাপ-যাচ্ঞা সঠিক।

নসর্—সাহায্য।

সুরা কাফেরুন

আরম্ভ করি লয়ে নাম আল্লার,
আকর যে সব দয়া কৃপা করুণার।

বলো, হে বিধর্মিগণ, তোমরা যাহার
পূজা করো,—আমি পূজা করি না তাহার।
তোমরা পূজ না তাঁরে আমি পূজি যাঁরে,
তোমরা যাহারে পূজ—আমিও তাহারে

পূজিতে সম্মত নই। তোমরাও নহ
প্রস্তুত পূজিতে, যাঁরে পূজি অহরহ।
তোমাদের ধর্ম যাহা তোমাদের তরে,
আমার যে ধর্ম রবে আমারি উপরে।

কাফেরুন—বিধর্মীসকল।

সুরা কাওসার

শুরু করিলাম পূত নামেতে খোদার,
কৃপা করুণার যিনি অসীম পাথার।

অনন্ত কল্যাণ তোমা দিয়াছি নিশ্চয়
অতএব তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড়ো ও দাও কোরবানি তাঁরেই,
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সে-ই।

কাওসার—বেহেশতের একটি নহরের নাম ; অমৃত।

সুরা মাঊন

শুরু করি নামে সেই পবিত্র আল্লার
করুণা দয়ার যাঁর নাই শেষ পার।

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম মিথ্যা যেই?
পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই।
দরিদ্র কাঙালগণে অন্নদান তরে
এই লোক উৎসাহ দান নাহি করে।
যাবে ভণ্ড তপস্বীরা বিনাশ হইয়া,
ভ্রান্ত যারা নিজেদের নামাজ লইয়া ;
সৎকাজ করে যারা দেখাইতে লোক,
বাধা দেয় দান ধ্যানে, ধ্বংস তারা হোক !

মাঊন—ঘটি, বাটি, দা, কুঠার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যাহা লোকে তাহাদের দরকারের সময় চাহিয়া লয় ; ইহাতে জাকাতও বুঝায়।

সুরা কোরায়শ

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার
রহিম ও রহমান যিনি দয়ার পাথার।

কি অদ্ভুত আচরণ কোরায়শগণের,
ব্যক্ত যাহা পর্যটনে শীত গ্রীষ্মের।
এখন উচিত, তারা সেই অনুরাগে
এই গৃহাধিপতির অর্চনায় লাগে।
যিনি অন্ন দিয়াছেন তাদের ক্ষুধায়,
ভয়ে দিয়াছেন শান্তি—পূজুক তাহার।

কোরায়শ—আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র। এই গোত্রেই হজরত জন্মগ্রহণ করেন।

সুরা ফীল

শুরু করিলাম শুভ নামে সে আল্লার
করুণানিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

দেখো নাই, তব প্রভু কেমন (দুর্গতি)
করিলেন সেই গজ-বাহিনীর প্রতি?
(দেখো নাই, তব প্রভু) করেননি কি রে
বিফল তাদের সেই দুরভিসন্ধিরে?
পাঠালেন দলে দলে সেথা পক্ষী আর
করিতে লাগিল তারা প্রস্তর প্রহার
গজপতিদের। তিনি তাদেরে তখন
করিলেন ভক্ষিত সে তৃণের মতন।

ফীল—হস্তী।

সুরা হুমাজাত

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার
দয়া করুণার যিনি অসীম আধার।

নিন্দা ও ইঙ্গিতে নিন্দা করে যে—তাহার,
গণে গণে রাখে ধন, জমায় যে আর,

চিরজীবী হবে ধনে মনে সেই করে,
সর্বনাশ (ইহাদের সকলের তরে),
নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে 'হোতামায়'
'হোতামা' কাহারে বলে, জানো কি তাহায়?
(ইহা) আল্লার সেই লেলিহান শিখা,
হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করে যে (জ্বালা দাহিকা)।
রুদ্ধদ্বার সে অনল আবদ্ধ আবার
দীর্ঘ স্তম্ভে (আশা নাই মুক্তির তাহার)।

হুমাজাত—দুর্নাম প্রচার করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া।

সুরা আসর

শুরু করি শুভ নামে সেই আল্লার
করুণা-আধার যিনি কৃপা-পারাবার।

অনন্ত কালের শপথ, সংশয় নাই,
ক্ষতির মাঝারে রাজে মানব সবাই।
(তারা ছাড়া) ধর্মে যারা বিশ্বাস সে রাখে,
আর যারা সৎকাজ করে থাকে,
আর যারা উপদেশ দেয় সত্য তরে,
ধৈর্যে সে উদ্বুদ্ধ যারা করে পরস্পরে।

আসর—কাল, অপরাহ্ন।

সুরা তাকাসুর

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার
নাহি আদি নাহি অন্ত যাঁর করুণার।

অধিক লোভের বাসনা রেখেছে তোমাদেরে মোহ-ঘোরে,
যাবৎ না দেখো তোমরা গোরস্থানের আঁধার গোরে।
না, না, না, তোমরা শীঘ্র জানিবে পুনরায় (কহি) ত্বরা
জ্ঞাত হবে ; না, না, হতে যদি জ্ঞানী ধ্রুব সে জ্ঞানেতে ভরা।

দোজখ-অগ্নি করিবে তোমরা নিশ্চয় দর্শন
দেখিবে তাহারে তারপর লয়ে বিশ্বাসীর নয়ন।
—নিশ্চয় তার পরে
হইবে জিজ্ঞাসিত আল্লার চিরসম্পদ তরে।

তাকাসুর—প্রাচুর্যের গর্ব করা।

সুরা ক্বারেয়াত

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-আকর যিনি দয়ার পাথার।

প্রলয়ান্তক সেই বিপদ
কোন সে বিপদ ধ্বংস ভয়?
কিসে সে তোমারে জানাল, সেই
বিপদ ভীষণ প্রলয়ময়?
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গপ্রায়
সেদিন উড়িবে লোক সবায়,
বিধূনিত লোমবৎ সেদিন
পর্বতরাজি উড়িবে বায়।
সেদিন সে পাবে সুখী জীবন
পাল্লা যাহার হবে ভারি,
পাল্লা হবে হাল্কা যার
(হবে) 'হাভিয়া' দোজখ মাতা তারি।
হাভিয়া কি, তুমি জানো কি সে?
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি সে।

ক্বারেয়াত—ভীষণ বিপদ।

সুরা আ'দিয়াত

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
কৃপা করুণার যিনি অপার পাথার।

বিদ্যুৎ-গতি দীর্ঘশ্বসা
(বীর-বাহী উটের শপথ)

যাহার চরণ-আঘাতে উগারে
তপ্ত বহ্নি ফিন্‌কিবৎ।
প্রত্যুষে করে ধূলি উৎক্ষেপি
(শত্রু-শিবির) আক্রমণ,
অনন্তর সে (অরি) দলে পশে
(এই হেন করে বিলুণ্ঠন)।
শপথ তাদের—নিঃসংশয়
অকৃতজ্ঞ মানবকুল
তাদের পালনকর্তা প্রভুর
পরে, নিশ্চয়, (নহে সে ভুল!)
আর সে নিজেই সাক্ষী ইহার
কঠিন বিষয়াসক্তি তার,
সে কি তা জানে না, কবর হইতে
উঠানো হইবে সবে আবার?
হৃদয়ে তাদের লুকানো যা-কিছু
প্রকাশ করাব সব সেদিন,
জানিবে তাদের (সকল গোপন)
কথা—'রাব্বুল আলামিন'।

আ'দিয়াত—উটের পায়ের শব্দ। রাব্বুল আলামিন—সর্ব-জগতের প্রভু।

সুরা জিলজাল

শুরু করি লয়ে 'পাক' নাম আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ঘোর কম্পনে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত সে হবে যে দিন
ধরা তার ভার বাহির করিয়া দিবে (সে দিন)।
'কি হইল এর' কহিবে লোকেরা,
সেদিন ব্যক্ত করিবে সে
নিজের যা কিছু খবর, তোমার
প্রভু সে খোদার নির্দেশে।
প্রত্যাগত সে হইবে সে দিন
দলে দলে যত লোকসকল,

দেখানো হইবে কর্মসকল
তাদের (পাপ ও পুণ্য-ফল) !
এক রেণুবৎ যে পুণ্য
করিবে, তাহাও দেখিবে সে,
পাপ যে করেছে এক রেণুবৎ
দেখা দিবে তারে তাও এসে।

জিল্‌জাল্‌—ভূমিকম্প হওয়া।

সুরা বাইয়েনাহ

শুরু করিলাম নামে পবিত্র আল্লার,
সীমা নাই যাঁর দয়া কৃপা করুণার।

'আহলে কেতাব' আর অংশিবাদিগণ
নিবৃত্ত হয়নি যারা বিশ্বাসে আপন।
ভিন্ন-মত হয় নাই তাহারা তাবৎ,
না এল তাদের কাছে প্রমাণ যাবৎ।
আল্লার রসুল যিনি, পবিত্র কোরান
উদগাতা যাহাতে দৃঢ় সত্য অধিষ্ঠান
(ভিন্ন-মত হইল তাহারা তাঁর 'পরে)
'আহলে কেতাব' দল এইরূপ করে,
যতদিন আসে নাই পরম প্রমাণ,
করে নাই দলাদলি, করেছে সম্মান।
তাদেরে কেবল মাত্র আজিকার মতো
এই সে আদেশ দেওয়া আছিল সতত—
কর্মেতে 'হানিফ' হয়ে কেবল আল্লার
করুক তাহারা পূজা, উপাসনা আর।
নামাজ পড়ুক, দিক জাকাত সে সাথে,
চির-দৃঢ় সত্য ধর্ম, ইহাই ধরাতে।
'আহ্‌লে কেতাব' আর 'মুশরিক' যারা
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সত্যধর্ম তারা
দোজখ-আগুনে হবে হবে চিরস্থায়ী,
সৃষ্টির অধম তারা, সংশয় নাই।

সৃষ্টির বরেণ্য তারা নিশ্চয়ই, যারা
ঈমান আনিয়া করে সৎকাজ তারা।
তাহাদের পুরস্কার দর্গায় আল্লার
বেহেশত কানন আছে তলদেশে যার
নহর-লহর বহে ; তারা সেই লোকে
অনন্ত কালের তরে রবে নিরাশোকে।
প্রসন্ন তাদের প্রতি সদা বিশ্বপতি,
তাহারাও প্রীত তাই আল্লাহের প্রতি।
জীবন-প্রভুরে হেন ভয় যার মনে
এই পুরস্কার আছে তাদেরি কারণে।

বাইয়েনাহ—নিশ্চিত প্রমাণ। আহলে কেতাব—গ্রন্থ-বিশ্বাসী ; অর্থাৎ তওরাত, জবুর প্রভৃতি খোদার প্রেরিত গ্রন্থের যাহারা অনুপস্থী।

সুরা কদর

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
আদি অন্তহীন যিনি দয়া করুণার।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরান পুণ্য 'শবে কদরে' ;
জানবে কিসে শবে কদর কয় কারে ? ধরা পরে
হাজার মাসের চেয়ে বেশি কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশ্‌তা আর জিবরাইল আলমের
করতে সরঞ্জাম সকলি নেমে আসে ধরণী,
ঊষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী।

কদর—সম্মান। আলম—জগৎ। শবে-কদর—মহিমময়ী রজনী।

সুরা আলক

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

পাঠ করো প্রভুর নামে, স্রষ্টা যে জন,
করেছেন যিনি ঘন সে শোণিতে মানবে সৃজন।

পাঠ করো, তব বিধাতা মহিমা-মহান সেই,
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
—সে জানিত না যাহা,
মানুষেরে তিনি দেছেন শিক্ষা তাহা,
না, না, মানুষ সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়,
ধন-গৌরবে মত্ত যে ভাবে সে আপনায়
নিশ্চয় তব প্রভুর পানে যে ফিরিতে হবে।
দেখেছ কি তারে—আমার দাসেরে সে জন যবে
নিবারণ করে দাস মোর যবে নামাজ পড়ে?
দেখেছ, সে জন থাকিত যদি রে সুপথ ধরে!
সে যদি অন্যে সংযমী হতে করিত আদেশ!
সত্যেরে যদি মিথ্যা বলে সে (শাস্তি অশেষ)।
(সত্য হইতে) মুখ সে ফিরায়! সে জন তবে
জানে না কি, খোদা দেখিতেছেন যে তার সে সবে?
না, না, যদি নিবৃত্ত সে না হয়, শেষ
টানিয়া আনিব ধরিয়া তাহার ললাট-কেশ
মিথ্যাবাদী সে মহা পাতকীর ললাট (ধরি)
(টানিব)। ডাকুক সভা সে তাহার পারিষদেরি।
আমিও আমার বীর সেবকেরে দিই খবর,
না, না, না, কখনো মানিও না তাদের পর
সেজদা করো,
হও ক্রমে মোট নিকট হইতে নিকটতর।

আলক—রক্ত ও তাহার পরিবর্তিত অবস্থা।

সুরা তীন

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার।

শপথ 'তীন' 'জায়তুন' সিনাই পাহাড়
শপথ সে শান্তিপূর্ণ নগর মক্কার—
নিশ্চয় মানুষে আমি করেছি সৃজন
দিয়া যত কিছু শ্রেষ্ঠ মূরতি গঠন।
(যে জন সুবিধা এর লইল না তারে)
করিয়াছি নীচাদপি নীচ সে জনারে।

কিন্তু যে ঈমান আনে, সৎকাজ করে,
অনন্ত সে পুরস্কার আছে তার তরে।
'সুবিচার পাবে সবে' বলিলে তোমায়
মিথ্যার আরোপ করে কে সে তবে, হায়?
আল্লাহ্ কি নন
সব বিচারক চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জন?

তীন—হজরত ঈসার জন্মভূমি বয়তুল মোকাদ্দসে তীন জায়তুনের গাছ খুব বেশি বলিয়া উহাকে এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।
সিনাই—এক পাহাড়ের নাম। এই পাহাড়ে হজরত মুসা তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং খোদার জ্যোতি দর্শন করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

সুরা ইনশেরাহ

শুরু করি লয়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

তোমার কারণ
করিনি কি আমি তব বক্ষ বিদারণ?
নামায়ে সে ভার (মুক্তি) দিইনি তোমারে?
ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ ছিলে তুমি যে বোঝার ভারে?
নাম কি তোমার
করিনি কি মহীয়ান মহিমা-বিথার?
সংকটের সাথে আছে শুভ নিশ্চয়,
অতএব অবসর পাবে যে সময়—
উপাসনায় রত হবে সংকল্প লয়ে,
প্রভুর করিবে ধ্যান একমন হয়ে।

ইনশেরাহ্—বিদারণ, উন্মোচন।

সুরা দ্বোহা

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
অনন্ত সাগর যিনি দয়া করুণার।

শপথ প্রথম দিবস-বেলার
শপথ রাতের তিমির-ঘন,

করেননি প্রভু বর্জন তোমা,
করেননি দুশমনি কখনো।
পরকাল সে যে উত্তমতর
ইহকাল আর দুনিয়া হতে,
অচিরাৎ তব প্রভু দানিবেন
(সম্পদ) খুশি হইবে যাতে।
পিতৃহীন সে তোমারে তিনি কি
করেননি পরে শরণ দান?
ভ্রান্ত-পথে তোমারে পাইয়া
তিনিই না তোমা পথ দেখান?
তিনি কি পাননি অভাবী তোমারে
অভাব সব করেন মোচন?
করিয়ো না তাই পিতৃহীনের
উপরে কখনো উৎপীড়ন।
যে জন প্রার্থী—তাহারে দেখিও
করো না তিরস্কার কভু,
ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহা
দিলেন তোমারে তব প্রভু!

দ্বোহা—দিবসের প্রথম প্রহর।

সুরা লায়ল

শুরু করি শুভ নাম লয়ে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি মহা-পারাবার।

শপথ রাতের আবৃত যখন করে সে অন্ধকারে
দিনের শপথ প্রোজ্জ্বল যাহা করে দেয় জ্যোতিঃধারে,
নর ও নারীর শপথ—যাদের তিনি সে স্রষ্টা প্রভু,
তোমাদের যত কর্মফল একমত নহে কভু।
যারা দাতা সংযমী, সত্যধর্মে সত্য বলিয়া লয়,
সহজ করিয়া দিব কল্যাণে তাহাদেরে নিশ্চয়।
কিন্তু যাহারা কৃপণ, নিজেরে ভাবে অতি বড় যারা,
বলে সত্যধর্মে মিথ্যা, শীঘ্র দেখিতে পাইবে তারা

সহজ করিয়া দিয়াছি তাদের দোজখের পথ, আর
রক্ষা করিতে পারিবে না তারে তার ধন-সম্ভার।
তখন ধ্বংস হইবে সে। জেনো সুপথ প্রদর্শন
কর্তব্য সে আমার। একাল পরকাল সবখন
কেবল আমারি এখ্‌তিয়ারে সে। জেনো সুপথ প্রদর্শন
প্রজ্জ্বলিত সে অনল হইতে জ্বলজ্বল লেলিহান।
হতভাগা সেইজন সত্য হতে যে মুখ ফিরায়,
সে ছাড়া সেই যে অগ্নিকুণ্ডে পশিবে না কেহ হায়!
সে অনল হতে রক্ষা পাইবে সেই সংযমী জন
শুদ্ধ হবার মানসে যে জন করে ধন বিতরণ।
কাহারো দয়ার প্রতিদানরূপে করে না সে ধন দান,
তাহার মহিমময় সে প্রভুরে তুষিতে যত্নবান।

লায়ল—রাত্রি।

সুরা শামস

শুরু করি লয়ে নাম মহান আল্লার,
যিনি সব দয়া-কৃপা-করুণা-আধার।

শপথ রবি ও রবি-কিরণের
যখন চন্দ্র চলে সে পিছনে তার
দিবস যখন করে সপ্রকাশ
রবিরে, রজনী অন্ধকার,
যখন ছাইয়া ফেলে সে রবিরে;
নভ-নির্মাণ-কারী তাহার;
এই সে পৃথিবী স-বিস্তার;
আত্মা, সুচারু গঠন তার।
সেই আত্মার সৎ ও অসতের
দিয়াছি দিব্য জ্ঞান,
এই সকলের শপথ ইহারা
সকলে করিছে সাক্ষ্য দান—
আত্মশুদ্ধি হইল যার,
নিশ্চয় সার্থক জীবন,
আত্মায় কলুষিত করিল যে
চির-বঞ্চিত হলো সে জন।

সত্যেরে বলিল মিথ্যা
'সামুদ' জাতি সে গর্বভরে
অগ্রসর হলো হতভাগারা
(রসুলেরে নাহি গ্রহণ করে)।
কহিলেন রসুল খোদার প্রেরিত
—সলিল করিতে পান
ওই আল্লার উটেরে
দিও নাকো বাধা বধো না প্রাণ।
বলিল নবীরে মিথ্যাবাদী
তথাপি তাহারা বধিল উটেরে,
তাহাদের তাই পাপের ফলে
বিধ্বস্ত করিল আল্লা তাদেরে।
ধূলিসাৎ করে ফেলিলেন খোদা
তাদেরে ; এই সে ধ্বংস-লীলার
পরিণাম ফলে বে-পরোয়া তিনি
(কোনো ভয় কভু নাই তাঁর)।

শামস—সূর্য।

সুরা বালাদ

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
যিনি দয়াশীল আর কৃপার আধার।

শপথ করি এই নগরের
যেহেতু বিরাজ করিছ হেথায়
শপথ পিতার আর তাহাদের সন্তানের
(অধিবাসী এই নগর মক্কায়)।
মানুষে করেছি সৃষ্টি যে আমি
নিশ্চয় দুঃখ ক্লেশের মাঝ,
সে কি ভাবে, তার পরে প্রভুত্ব
করিতে কেহই নাহি সে আজ ?
'উড়ায়ে দিয়াছি রাশি রাশি টাকা
আমি'—সে বলে বিনাশিতে তোমারে,

সে কি (এই শুধু) মনে করে
কেহ দেখিতেছে না তাহারে?
আমি কি তাহার মঙ্গল লাগি
দিইনি তাহারে যুগল নয়ন?
জিহ্বা ওষ্ঠ দিইনি? দেখায়ে
দিইনি উভয় পথ সে-কারণ?
কিন্তু তো প্রবেশ করিল না তো সে
দুর্গম পথে উপত্যকার;
উপত্যকার দুর্গম সেই
পথ—জানো তুমি সন্ধান তার?
সে পথ—দাসেরে মুক্তিদান
ও অন্নদান সে ক্ষুধার্তেরে
আশ্রয় দান ধূলি-লুণ্ঠিত
কাঙালে; 'এতিম', আত্মীয়েরে।
এমনি করে সে হয় একজন
তাদের মতোই, ঈমান যারা
আনে আর দেয় উপদেশ
সব বিপদে (মহৎ তারা)।
উপদেশ দেয় পরস্পরে সে
দয়াশীল হতে তারাই হবে
দক্ষিণ কর অধিকারী। আর
এ আয়াতে অবিশ্বাস করে গো যারা—হবে
বাম হস্তের অধিকারী তারা, তাদের তরে
আছে নিবদ্ধ হুতাশনের বরাদ্দ রে।

বালাদ—নগর।

সূরা ফজর

শুরু করি লয়ে পাক নাম আল্লার
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

উষার শপথ। দশ সে রাত্রের শপথ করি,
জোড়-বিজোড় সে-দিনের শপথ! সে বিভাবরী,

যবে অবসান হতে থাকে করি তার শপথ
জ্ঞানীদের তরে যথেষ্ট শপথ—এই তো।
ভীমবাহু ঐ ইরামীয় 'আদ'দের 'পরে
করেছেন কিবা প্রভু তব, দেখোনি কি ওরে?
হয়নি সৃজিত নগরসমূহে তাদের প্রায়
আর সে 'সামুদ' জাতি যে পাথর কাটিয়া
সে উপত্যকায়—
বসাইয়াছিল নগর বসতি, আর বহু কীলকধারী;
ফেরাউন সাথে বিনাশ সাধিলাম কেন
আমি তাহারি?

নগরে নগরে করেছিল ঔদ্ধত্যক—আর
বহু অনাচার এনেছিল তথায় আবার।
শাস্তি দণ্ড তোমাদের প্রভু
তাদের উপরে দিলেন তাই,
নিশ্চয় তব প্রভু দেখে সব,
থাকেন সময় প্রতীক্ষায়।
মানবে যখন দিয়ে সম্পদ
সম্মান, করে পরীক্ষা প্রভু,
'আমার প্রভুই দিলেন এ সব
সম্মান'—বলে অবোধ তবু।
আবার তাহারে পরীক্ষা যবে
করেন জীবিকা হ্রাস করে,
সে বলে, 'আমার প্রভুই এ হেন
অপমানিত গো করিল মোরে!'
নহে, নহে, তাহা কখনোই নহে,
এ সবের তরে তোমরা দায়ী,
এতিমে তোমরা গ্রাহ্য করো না
কাঙালে খাদ্য দিতে উৎসাহ নাহি
অন্নমুষ্টি তারে নাহি দাও,
অত বেশি করো অর্থের মায়া,
পিতৃ-সম্পদ বিনা বিচারে সে
যাও যে তোমরা ভোগ করিয়া।
জানো না কি, যবে ভীষণ রবে
এ-ধরিত্রী বিচূর্ণিত হবে;

দলে দলে ফেরেশ্‌তাগণ
তখন হাজির হবে সবে।
আর আসিবেন সে-দিন
তব মহান প্রভু সেথায়,
দোজখ সেদিন হইবে আনীত,
সেদিন মানুষ স্মরিবে, হায়!
কিন্তু সেদিন স্মরণে কি হবে?
'হায় হায়' করি কাঁদিবে সব,
'পূর্বে যদি এ জীবনের তরে
প্রেরিতাম পুণ্যের বিভব!'
অন্য কেহ সে পারিবে না দিতে
তেমন শাস্তি সেদিন,
অন্য কেহই তখন বাধা দিতে
পারিবে না সেই যে দিন।
শান্তি-প্রাপ্ত মানব-আত্মা!
ফিরে এস নিজ প্রভু পানে।
তুমি তার প্রতি প্রীত যেমন
তিনি তব প্রতি প্রীত তেমন।
অনুগত মোর দাস যারা
এস সেই দলে,
বেহেশতে মোর করিবে প্রবেশ
অবহেলে।

ফজর—উষা।

সূরা গ্বাবিয়া

শুরু করি শুভ নাম লয়ে আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

—আসিয়াছে নিকটে তোমার
বৃত্তান্ত কি আচ্ছন্নকারী ঘটনার?
বহু সে আনন হবে নত জ্যোতিহীন;
শ্রান্ত কর্ম-পরিক্লান্ত তাহারা সে দিন—
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া
ফুটন্ত উৎসের জল যাইবে পিইয়া।

বিষ কণ্টক শুধু পাইবে আহার,
করিবে না পুষ্ট দেহ, নিবৃত্তি ক্ষুধার।
খুশিতে হইবে বহু মুখ উজ্জ্বল,
হরষে লইবে তারা নিজ পুণ্য ফল।
মহিমা-সুন্দর পারে তাহারা বাগান,
শোনে না কেহই সেথা মিথ্যার ব্যাখ্যান।
সেথা চির বহমান উৎস সুমদয়,
সমুন্নত সিংহাসন সেইখানে রয়।
রাখা আছে পান-পাত্র, শত উপাধান,
বিছানো মখমল শয্যা (আরাম-শয়ান)।
দেখে নাকি উট সবচেয়ে তারা সবে?
কিরূপে তাদের সৃষ্টি হইল, না ভাবে?
দেখে না বিনা স্তম্ভে আকাশ কেমনে
উচ্চে হয়েছে রাখা? পর্বতগণে
দেখে না কেমনে হলো তাদের স্থাপন?
বিস্তারিত হলো এ-ধরা সে কেমন?
তুমি উপদেষ্টা শুধু, উপদেশ দাও,
তুমি তো প্রহরী নহ, (পথ সে দেখাও)
মানিবে না আদেশ যে, ফিরাইবে মুখ,
দিবেন আল্লাহ তারে কঠোর সে দুখ।
নিশ্চয় ফিরিতে হবে তারে মোর পাশে,
হিসাব নিকাশ হবে আমারি সকাশে।

গ্বাশিয়া—আচ্ছন্নকারী (প্রলয় ঘটনা)।

সুরা আ'লা

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি দয়ার পাথার।

মহত্তম যা নাম প্রভুর,
বর্ণনা করো পবিত্রতা তার,

সৃজন করিয়া যিনি পূর্ণতা
দানিয়াছেন তায় আবার।
উচিত ধর্মে নিয়ন্ত্রণ
করিয়া তিনিই দেখান পথ,
সৃজিয়া তৃণাদি তারে আবার
করেন কৃষ্ণ ভস্মবৎ।
আমি তোমা পড়াইব কোরান,
বিস্মৃত তাই হবে না আর,
তবে আল্লাহ্ জানেন সব
প্রকাশ গোপন সব ব্যাপার।
তোমার তরে সে কল্যাণের
পথেরে সহজ দিব করে,
অতএব উপদেশ বিলাও
যদি সে সুফল হয়, ওরে!
উপদেশ তব লবে ত্বরায়
সেই জন আছে যাহার ভয়,
অতিশয় হতভাগ্য যে
তাহা হতে দূরে সরিয়া রয়,
দোজখের মহাঅনল মাঝ
করিবে প্রবেশ সেই সে জন
বাঁচিবেও না সে (শাস্তিতে)
হবে না সেথায় তার মরণ।
সেইজন হয় সফলকাম
অন্তকরণ পবিত্র যার,
নামাজ পড়ে যে, করি স্মরণ
নাম সে দয়াল প্রভুর তার।
পছন্দ সে করিল হায়
পার্থিব এই জীবনকেই
উত্তম আর অবিনাশী
জীবন যা পাবে পরকালেই।
নিশ্চয় পূর্বের সকল
কেতাবেই আছে তা বিদ্যমান,
বিশেষ করিয়া ইব্রাহিম,
মুসার কেতাব তার প্রমাণ।

আ'লা—মহত্তম।

সুরা তারেক

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

শপথ 'তারেক' ও আকাশের
সে 'তারেক' কি তা জানো কিসে?
নক্ষত্র সে জ্যোতিষ্মান
(নিশীথে আগত অতিথি সে)।
এমন কোনো সে নাহি মানব
রক্ষক নাই উপরে যার,
অতএব দেখা উচিত তার
কোন্ বস্তুতে সৃষ্টি তার।
বেগে বাহিরায় উছল জল-
বিন্দু তাতেই সৃজন তার
পিঠ ও বুকের মধ্য দেয়
সেই যে জল স্থান যাহার
সক্ষম তিনি নিশ্চয়ই
করিতে পুনর্জীবন দান
অভিব্যক্তি হবে সবার
গুপ্ত বিষয় হবে প্রমাণ,
রবে না শক্তি সহায় আর
সেদিন তাহার কোনো কিছুই,
শপথ নীরদ-ঘন নভের
শপথ বিদায়শীল এ-ভুঁই।
ইহাই চরম বাক্য ঠিক,
নিরর্থক এ নহে সে দেখ,
মতলব করে তাহারা এক
মতলব করি আমি ও এক
অবসর তুমি দাও হে তাই
বিধর্মীদের ক্ষণতরে
দাও অবকাশ তাহাদেরে।

তারেক—নৈশ আগন্তুক।

সুরা বুরুজ

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

গ্রহ-উপগ্রহ-ভরা শপথ আকাশের,
আর শপথ প্রতিশ্রুত রোজ হাশরের
শপথ উপস্থিত, উপস্থাপিত সব্বার,
ধ্বংস হলো সে অধিকারিগণ পরিখার।
কাষ্ঠপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড—অধিকারিগণ
বসেছিল তদুপরি তাহারা যখন।
আল্লায়-বিশ্বাসিগণে ধরিয়া তথায়
ফেলিয়া দেখিতেছিল নিজেরাই, হায়!
সাজা দিতেছিল শুধু অপরাধে এই
বিশ্বাসিগণের প্রতি; বিশ্বাসীরা যেই
ঈমান আনিয়াছিল আল্লাহর প্রতি,
অনন্ত-প্রতাপ যিনি মহীয়ান অতি।
স্বর্গ মর্ত রাজত্বের অধিপতি যিনি,
জ্ঞাত এ-সবের তত্ত্ব একমাত্র তিনি।
ঈমানদার সে নর-নারীরে যাহারা
দেয় যন্ত্রণা, তৌবা নাহি করে তাহারা
ইহারই জন্য যাবে দোজখে নিশ্চয়,
অনল দাহন জ্বালা যেথা শুধু রয়।
অবশ্য যাহারা সৎ 'নেক' কাজ করে,
আনে সে ঈমান; আছে তাহাদের তরে,
এমন বাগান, যার নিম্নদেশ দিয়া
পুণ্য-তোয়া নদী সব চলিছে বহিয়া।
শ্রেষ্ঠ সফলতা এই নিশ্চয় তোমার
প্রভু প্রতাপান্বিত বিপুল বিথার।
প্রথমে সৃজিয়া যিনি গড়েন আবার
তিনি মহা প্রেমময় ক্ষমাবান, আর
জগৎ-সাম্রাজ্য-সিংহাসনের পতি,
ইচ্ছাময় প্রভু তিনি গরীয়ান অতি।
ফেরাউন সামুদের সেনা—সম্ভার
তাদের বৃত্তান্ত শোনা আছে কি তোমার?

জানো কি কেমনে হলো তারা ছারখার?
যে জন অমান্য করে আদেশ আমার
সত্যেরে অসত্য বলা কাজ যে তাহার।
অথচ আল্লাহতালা ঘিরিয়া তাহায়
পরিব্যাপ্ত রয়েছেন চারিদিকে, হায়!
মহিমান্বিত মহা কোর-আন এই
লিখিত সুরক্ষিত পাক 'লওহে'-ই।

বুরুজ্—গ্রহ বা রাশিচক্র।

সুরা ইনশিকাক

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই পার।

(রোজ কিয়ামতে) যবে ফাটিবে আকাশ,
হবে সে প্রভুর নিজ আজ্ঞাবহ দাস,—
এই উপযোগী করে গড়েছি তাহায়;
লাগিবে সে আকর্ষণ যখন ধরায়;
যাহা কিছু আছে তার মধ্যে 'ফেলি' তায়
হইয়া যাইবে শূন্য-গর্ভ সে, হায়!
মানিবে পৃথিবী আজ্ঞা তাহার খোদার,
এরি উপযোগী করে সৃজন যে তার।
তোমার খোদার পানে চলিতে, মানব!
তোমারে করিতে হবে চেষ্টা অসম্ভব।
তবে সে করিবে লাভ মিলন তাঁহার!—
মিলিবে 'আমল-নামা' ডান হাতে যার,
সহজে দিবে সে তার হিসাব নিকাশ,
হরষে ফিরিবে নিজ পরিজন পাশ।
যে পাবে আমল-নামা পশ্চাৎ পানে,
'সর্বনাশ' বলিয়া সে কাঁদিবে সেখানে
পশিবে সে অগ্নিকুণ্ডে।—আত্মীয়-স্বজনে
বেষ্টিত ছিল সে যবে হরষিত মনে,

ধরিয়া লইয়াছিল মনে সে তাহার
ফিরিতে কখনো তারে হইবে না আর।
—তারে সর্বদা
দেখিতেছিলেন, নিশ্চয়, তার যে খোদা
সান্ধ্য-গগনের ঐ গোধূলি-রাগের
শপথ করি আর যে তিমির রাতের,
যামিনী সংগ্রহ করে যত কিছু তার,
আর শপথ করি আমি পূর্ণ-চন্দ্রমার ;—
নিশ্চয় তোমরা পৌঁছিবে পরে পরে
এক স্তর হতে পুনরায় অন্য স্তরে।
(অতএব) তাহাদের কি হয়েছে? তারা
বিশ্বাস করে না এ বিশ্বাস-হারা !
কোরান তাদের কাছে যবে পাঠ হয়,
(কেন) তাহারা সেজদা নাহি করে সে সময় !
অমান্য করে যারা তারাই আব্বার
সত্যে সে আরোপ করে তারাই মিথ্যার।
তাহারা পোষণ করে মনে যাহা যত,
আল্লাহ্ বিশেষরূপে তাহা অবগত।
—কঠোর দণ্ডের
অতএব দিয়ে রাখো সংবাদ তাদের।
(তবে) যাহারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে,
অন্তহীন পুরস্কার তাহাদের তরে।

ইনশিকাক—বিদারণ, ফাটিয়া যাওয়া।

সুরা তাৎফিফ

শুরু করি লয়ে পূত নাম বিধাতার
করুণা ও দয়া যার অনাদি অপার।

সর্বনাশ তাহাদের, হ্রাস-কারী যারা,
যখন লোকের কাছে মেপে লয় তারা,
তখন পূর্ণ করে চায় মেপে নিতে,
তাদেরে ওজন করে হয় যবে দিতে,
তখন কম সে করে মাপে ও ওজনে।
উঠিতে হইবে পুন, করে না তা মনে।

উঠিবে মানব পুন মহান সেদিন,
বিশ্ব-পালকের কাছে দাঁড়াবে যেদিন।
পাপিষ্ঠ লোকের সে কার্য সমুদয়
নিশ্চয় 'সিজ্জিনে' থাকে, কভু মিথ্যা নয়।
জানো কি, সে 'সিজ্জিনে' কি? লিখিত কেতাব
(লেখা রবে যাতে তার পাপের হিসাব)।
—সর্বনাশ হবে।
তাদের—সত্যেরে বলে মিথ্যা যারা সবে।
কর্মফল প্রাপ্তির এদিন হাশরের—
বলে মিথ্যা—সর্বনাশ হবে তাহাদের।
আদেশ-লঙ্ঘনকারী পাতকী ব্যতীত।
আর কেহ বলে না—এ সত্যের অতীত।
তার কাছে পাঠ হলে আমার এ বাণী
সে বলে এ 'পূর্বতন লোকের কাহিনী।'
—কখনোই নহে, তাহা নহে
অভ্যস্ত তাদের নিজ কাজগুলি রহে,
জমেছে মরিচা-রূপে তাহাদের মনে।
সেদিন তাহারা নিজ খোদার সদনে,
পারিবে না যেতে নিশ্চয়! তারপর
প্রবেশ করিবে তারা দোজখ ভিতর।
সেই কর্মের ফল জেনো ইহা সেই,
তোমরা মিথ্যা সদা বলিতে এরেই।
কখনোই মিথ্যা নহে, রহিবে নিশ্চয়,
লেখা 'ইল্লিয়নে' সব কার্য সমুদয়
যত সৎলোকের সে। জানো 'ইল্লিয়ন'
কারে কয়? লিখিত সে কেতাব রতন।
প্রত্যক্ষ কেবল তারা করিবে দর্শন
আল্লার নিকটে যাবে যে মানবগণ।
সুপ্রচুর সুখে রবে পুণ্য-আত্মাগণ,
সুউচ্চ তখ্‌তে রহি করিবে দর্শন।
—সে সুখ-পুলকে
দেখিতে পাইবে তারা নিজ মুখে-চোখে
—শিলমোহর করা
তাহারা করিবে পান সুপবিত্র সুরা।
কস্তুরীর সে মোহর। কামনা কারুর
থাকে যদি—করুক কামনা এ দারুর।

'তস্‌নীম' সুধা মেশা হয় সে সুরায়,
'তস্‌নীম' সে প্রস্রবণ-উৎস, যাহার
আল্লার নিকট যারা, করে তারা পান।
অবিশ্বাসী সবার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ
হানিত যে অপরাধিগণ নিশ্চয়,
আঁখি-ঠারে ইঙ্গিত তারা যে সময়
করিত পরস্পরে বিশ্বাসীরে দেখে
তাহাদের পাশ দিয়া যাইলে তাহাকে।
স্বজনের কাছে সব ফিরে গিয়ে পুন
করিত বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ ইহারা তখনো।
দেখায়ে (বিশ্বাসিগণ) বলিত, 'ইহারা
নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, সবে পথহারা!'
বিশ্বাসীদের পরে অথচ বেশক
প্রেরিত হয়নি এরা হইয়া রক্ষক।
ঈমান এনেছে যারা, তারা আজিকে
উপহাস করিবে বিধর্মী দেখে।
উঁচু সে তখ্‌তে বসি করিবে দর্শন,
কর্মফল পেল আজ বিধর্মিগণ।

তাৎফিফ—পরিমাণ হ্রাসকরণ।

সুরা ইনফিতার

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-পাথার যিনি দয়া-পারাবার।

আসমান সবে বিদীর্ণ হবে
খসিয়া পড়িবে তারকা সব,
সমাধি-পুঞ্জ হবে উন্মুক্ত
উচ্ছ্বসিত হবে অর্ণব,
তখন জানিবে প্রত্যেক লোকে
জীবনে করেছে কি সঞ্চয়,
রাখিয়া এসেছে পশ্চাতে কিবা!
হে মানব! তবে সে কৃপাময়
প্রভু হতে রাখে বঞ্চিত করে
তোমার কিসে? যে প্রভু তোমার

সৃজিয়া তাঁপর সাজাল কেবল
কৌশলে যেথা যাহা মানায়।
যুক্ত তোমায় করেছেন তিনি
যে আকারে তাঁর ইচ্ছা হয়,
মিথ্যা বল যে কর্মফলেরে
নহে নহে তাহা কখনো নয়।
নিয়োজিত আছে রক্ষীবৃন্দ
নিশ্চয় তোমাদিগের পর,
যাহা কিছু কর, মহান হিসাব—
লেখকদের তা হয় গোচর।
রবে নিশ্চয় পরমাহলাদে
পুণ্যবান সৎকর্মীরা,
নিশ্চয় যাবে দোজখে সে যত
দুঃশীল কু-ব্যক্তিরা।
করিবে প্রবেশ রোজ কিয়ামতে
সে দোজখে তারা। পশি সেথা
লুকাতে পলাতে পারিবে না আর,
তাহা কি জানাল তোমা কে তা?
জিজ্ঞাসা করি আবার তোমারে
কিয়ামত কি তা জানো কি সে?
ইহা সেই শেষ-বিচার দিবস,
যে-দিন মানব-মানবী সে
কেহই কারুর উপকারে কোনো
আসিবে না, হবে নিঃসহায়,
একমাত্র সে আল্লাতা'লার
হুকুম সেদিন রবে সেথায়।

ইনফিতার—বিস্ফোরণ, বিদারণ।

সুরা তকভীর

শুরু করিলাম শুভ নামেতে খোদার,
করুণা-আকর যিনি দয়ার আধার।

সঙ্কুচিত হয়ে যবে সূর্য যাবে জড়ায়ে,
তারকা সব পড়বে যখন ইতস্তত ছড়ায়ে,

পর্বত সব সঞ্চারিয়া ফিরবে যখন (ধূলির প্রায়)।
পূর্ণ-গর্ভা উটগুলিরে দেখবে না কেউ উপেক্ষায়,
বেরিয়ে আসবে বুনো যত জানোয়ারেরা বেঁধে দল,
হবে প্লাবন উদ্বেলিত যখন সকল সাগর-জল।
আত্মা হবে যুক্ত দেহে। জ্যান্ত পোঁতা কন্যাদের
পুছব যখন কোন দোষে বধ করছে পিতা তোদের?
যখন খোলা হবে সবার আমল-নামা; সেই সেদিন
জ্বলবে দোজখ ধু ধু, হবে আকাশ আবরণ-বিহীন,
জানবে সেদিন প্রতি মানব, সাথে সে কি আনল তার!
শপথ করি ঐ চলমান আর স্থিতিশীল তারকার,
রাত্রি যখন পোহায় এবং ঊষা যখন ছায় সে দিক
শপথ তাদের, মহিমময় রসুলের এ বাণী ঠিক।
আরশ-অধিপতির কাছে প্রতিষ্ঠা তাঁর, সেই রসুল
বিশ্বস্ত, সম্মানার্হ, শক্তিধর, ধরায় অতুল।
পাগল নহে তোমাদের এই সহচরী, সাক্ষ্য দিই,
মুক্ত দিগন্তরে জিব্রাইল দেখেছেন সে তিনিই।
অদেখা যা দেখেন ইনি ব্যক্ত করেন তখন তাই,
বিতাড়িত শয়তানের এ উক্তি নহে (কহেন খোদাই)।
তোমরা যবে অতঃপর কোন সে দিকে?
বাণীতে—যাহা কই,
বিশ্ব-নিখিল-শুভ তরে নয় তো এ উপদেশ বই!
এই উপদেশ তাহার তরে, তোমাদিগের মাঝ হতে
চলিতে যে চাহে আমার সুদৃঢ় সরল পথে।
নিখিল-বিশ্ব-অধিরাজের ইচ্ছা না হয় যতক্ষণ,
তোমরা ইচ্ছা করতে নাহি পারবে জানি ততক্ষণ।

তকভীর—আরবণ।

সুরা আবাসা

শুরু করি লয়ে নাম আল্লার,
দয়া করুণার যার নাই নাই পার।

(মোহাম্মদ) ভ্রূ-ভঙ্গি করি ফিরাইল মুখ
যেহেতু আসিল এক অন্ধ আগন্তুক

তাঁহার নিকট। তুমি জানো (মোহাম্মদ)?
হয়তো বা লভিবে সে শুদ্ধির সম্পদ;
কিংবা তব উপদেশমতো সে চলিবে,
তাহাতে তাহার তরে সুফল ফলিবে।
মানে না যে তব কথা বে-পরোয়া হয়ে,
বুঝাইতে কত যত্ন তব, তার লয়ে!
অথচ সে শুদ্ধাচারী না হইলে পর
তোমার দায়িত্ব নাই প্রভুর গোচর।
কিন্তু তব পাশে ছুটে আসে যেইজন
আল্লার সে ভয়-ও রাখে, তার থেকে মন
সরাইয়া লও তুমি! উচিত এ নয়,
আল্লার এ উপদেশ জানিও নিশ্চয়;
কাজেই যাহার ইচ্ছা, করুক উহার
আলোচনা। (সেই উপদেশ-সম্ভার)
মহিম-মহান পত্রাবলীতে (লিখিত),
উন্নত পূত লেখক হস্তে (সুরক্ষিত)।
(আর সে লেখকগণ) সৎ ও মহান।
সর্বনাশ মানুষের! সে কৃতঘ্ন-প্রাণ
অতি ঘোর! (হায়), তারে কোন বস্তু হতে
সৃজন করিয়াছেন তিনি? শুক্র হতে!
—তারে সৃষ্টি করে
যথাযথভাবে তারে সাজান, তাপরে
সহজ করেন তার জন্য পথ তার,
পরে মৃত্যু ঘটাইয়া সমাধি মাঝার
লন তারে। পুনরায় ইচ্ছা সে যখন,
বাঁচাইয়া তুলিবেন তাহারে তখন।
না, না, তিনি করেছেন যে আদেশ তারে
সমাধা সে করিল না তাহা (একেবারে)।
করুক মানুষ এবার দৃষ্টিপাত
তাহার খাদ্যের পানে, কত বৃষ্টিপাত
করিয়াছি (তার তরে); মাটিরে তাপরে
বিদীর্ণ করিয়াছি কত ভাল করে।
অনন্তর জন্মায়েছি ফসল প্রচুর,
আঙ্গুর শাক-সব্জি, জায়তুন, খেজুর,

গহন কানন-রাজি, তৃণাদি ও ফল ;
তোমাদের, তোমাদের পশুর মঙ্গল
সাধিতে। আসিবে যবে সে বিপদ-দিন,
(ভীষণ নিনাদে) লোক পালাবে সে দিন
নিজ ভ্রাতা, নিজ পিতা মাতা হতে,
সঙ্গিনী ও পুত্রগণে (ফেলে রেখে পথে)।
সে-দিন এমনই হবে অবস্থা লোকের,
ভাবিতে সে পারিবে না কথা অন্যের।
সে-দিন উজ্জ্বল হবে কত সে আনন,
হাসিরাশি-ভরা আর পূর্ণ-হরষণ ;
আবার কত সে মুখ ধূসর ধুলায়।
(হইবে হায় রে) আচ্ছাদিত কালিমায় ?
—ইহারা তাহারা,
অমান্যকারী আর ভ্রষ্টাচারী যারা।

আবাস—ভ্রূ-ভঙ্গিকরণ।

সুরা নাজেয়াত

শুরু করি লয়ে পূত নাম সে খোদার,
যিনি চির-দয়াময় করুণা-আধার।

তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে টানে যারা (ধনুর্গুণ)
তাদের শপথ ছুটে (যে শর) তীব্র সে গতি-নিপুণ।
তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে যারা সন্তরণ-কারী,
দ্রুতবেগে অগ্রগামী (অশ্ব যে) প্রমাণ তারি।
করে যারা সব বিষয়ের ব্যবস্থা তাদের প্রমাণ।
কম্পনের সে পরে যেদিন ধরা হবে কম্পমান,
কত সে অন্তরাত্মা সেদিন হবে ঘন-স্পন্দিত,
দৃষ্টিগুলি তাদের সেদিন হবে অবনমিত।
বলছে তারা (ব্যঙ্গসুরে) 'আমরা কি গো পুনর্বার
জীর্ণ অস্থি হবার পরেও পূর্বজীবন পথে আর
(বিতাড়িত হবে)। ওহো, তবে বড়ই ক্ষতিকর
হবে তো সে জীবন পাওয়া।' একটিমাত্র তাড়নায়
প্রান্তর-ভূমিতে তারা অমনি হাজির হবে, হায় !

তোমার কাছে পৌঁছেনি কি মুসার সেই সে বিবরণ?
তাহার প্রভু যখন তারে করিলেন সেই সম্বোধন
পূত 'তোওয়া' প্রান্তরে ফেরাউনের বরাবর,
উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে সে। কলবে তারে অতঃপর,—
তুমি পাক হতে কি চাও? দেখাইয়া দিই তোমায়
তোমার প্রভুর দিকের পন্থা, চলবে হে ভয় করে তায়।'
(পরে) মুসা দেখাল তায় শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন,
সে সত্যরে মিথ্যা বলে লইল না তা (ফেরাউন)।
প্রবৃত্ত সে হইল কুচেষ্টায় যে অতঃপর,
ঘোষণা সে করিল ফলে জুটিয়ে (বহু লস্কর),
বলিল তখন, 'আমিও তো পরম প্রভু তোদের রে!'
ইহকাল আর পরকালের শাস্তি দিতে চাই তারে
ধৃত করিলেন আল্লাহ। ভয় রাখে যে তাঁর তরে
বিশেষ করে জানার উপদেশ আছে (কোরান ভরে)।
তোমাদের কি সৃষ্টি অধিক কঠিন? না ঐ আকাশের?
সৃজিয়া তায় ঊর্ধ্বকে তার করিলেন সুউচ্চ ফের।
ঠিক-ঠাক তায় দিলেন করে। রজনীকে তিমির-ময়
করলেন (দূর করে তাহার আলোকরাশি সমুদয়)।
প্রসারিত করলেন এই ধরায় তিনি অতঃপর
তাহার থেকে করলেন বাহির পানি এবং চারণ-চর।
(তোমাদের ও তোমাদের পশুর উপকার তরে)
প্রতিষ্ঠিত করলেন ঐ শৈলমালা উপরে।
সে মহাবিপদ আসবে যে দিন অতঃপর,
অর্জন সে করেছে কি বুঝতে পারবে সেদিন নর।
দর্শকে দেখানোর তরে দোজখ হবে সুপ্রকাশ,
লঙ্ঘন যে করে বিধি পার্থিব জীবনের আশ—
মুখ্যভাবে যে জন করে তার স্থিতিস্থান দোজখ পরে।
কিন্তু প্রভুর সম্মুখে তার দাঁড়াবার যে ভয় রাখে,
নীচ যত প্রবৃত্তি হতে মুক্ত রাখে আত্মাকে,
ফলে—(হবে) নিশ্চয় ঐ বেহেশত তাহার স্থিতিস্থান!
জিজ্ঞাসিছে ওরা হবে কখন তাহার অধিষ্ঠান,
সেই মুহূর্ত আসবে কবে? তুমি আলোচনায় সেই
(ব্যস্ত) আছ? তার নিরূপণ তোমার প্রভুর নিকটেই।
—যে সব লোকে ভয় রাখে সেই মুহূর্তের
তুমি কেবল করতে পারো সাবধান সে তাহাদের

(করবে মনে সে দিন তারা) দেখবে যখন সেই সে খন,
রয়নি তারা এক সাঁঝ বা এক প্রভাতের অধিকক্ষণ।

নাজেয়াত—ধনুকধারিগণ।

সুরা নাবা

শুরু করি লয়ে নাম খোদার
করুণাময় ও কৃপা-আধার।

পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা কোন বিষয়?
সেই সে মহান খবর লয়ে যাতে সে ভিন্নমত হয়?
না, না, তারা জানবে ত্বরায়, জানবে, কই আবার
করিনি কি শয্যারূপে নির্মাণ আমি এই ধরার?
কীলকস্বরূপ করিনি কি স্থাপিত ঐ সব পাহাড়?
জোড়ায় জোড়ায় তোমাদের সৃষ্টি করেছি আবার।
বিরাম লাগি দিয়াছি ঘুম, রাত তোমাদের আবরণ,
করিয়াছি জীবিকার তরে দিবসের সৃজন।
নির্মিয়াছি দৃঢ় সপ্ত (আকাশ) ঊর্ধ্বে তোমাদের,
করিয়াছি প্রস্তুত এক প্রদীপ্ত সে প্রদীপ ফের,
বর্ষণ করেছি সলিল মেঘ হতে মুষলধারায়,
কারণ আমি জন্মাব যে উদ্ভিদ ও শস্য তায়,
এবং গহন কাননরাজি। আছে আছে সুনিশ্চয়,
মীমাংসা সে অবধারিত যেদিন সে ভেরী প্রলয়
উঠবে বেজে ; শুনে তাহা তোমরা সবে দলে দল
সমাগত হবে ; এবং খোলা হবে গগন-তল,
তাহার ফলে হয়ে, যাহে সেদিন তাহা বসুন্ধার,
সঞ্চালিত করা হবে পাহাড় সবে ; ফলে তার
মরীচি-বৎ হবে তারা। দোজখ আছে অপেক্ষায়,
সুনিশ্চয় ; অবাধ্য যারা তাদের বাসস্থান তাহায়।
সেইখানেতে করবে তারা বহু, 'হোক্‌বা' অবস্থান !
পাবে নাকো সেখানে তারা স্নিগ্ধ স্বাদ এবং পান
করতে নাহি পাবে কিছু, যেমন কর্ম তেমনি ফল,
পাবে সলিল উষ্ণ ভীষণ কিংবা দারুণ সুশীতল।

হিসাব নিকাশ আশা তারা করত নাকো সুনিশ্চয়,
মিথ্যার আরোপ করেছিল নিদর্শন সে সমুদয়।
দেখতে আমার ওরা সবে হঠকারিতা করেই
অথচ রেখেছি গুনে গুনে প্রতি বস্তুকেই
সুতরাং এবার মজা দেখো ! এখন কেবল যাতনাই
বাড়িয়ে দিতে থাকব আমি, তোমাদিগের
—(রেহাই নাই) !
সংযমী লোক সবার তরেই সফলতা সুনিশ্চয়,
প্রাচীর ঘেরা কাননরাজি এবং আঙ্গুর (সেথায় রয়)।
সমান বয়েস তরুণীদল, পানপাত্র পরের পর
আসবে সেথা পূর্ণ এবং পবিত্র (অমৃতভর)।
শুনতে নাহি পাবে তারা মিথ্যা প্রলাপ সেই সে স্থান
বিনিময়ে তোমার প্রভুর থেকে তাই যথেষ্ট দান।
ভূলোক ও দ্যুলোকের যিনি সকল-কিছুর অধীশ্বর,
করুণাময় যিনি তাহার কেহই সেদিন তাঁহার পর
হবে নাকো অধিকারী সম্বোধন করিতে তার।
জিবরাইল আর ফেরেশতারা দাঁড়াবে সব দিয়ে সা'র
সেদিন তারা কইতে নারবে কোনো কথা ; কিন্তু যার
মিলবে আদেশ কৃপা-নিধান খোদার কাছে বলবে সে
সংগত সে কথা। উহাই নিশ্চিত দিন সত্য যে সে।
সুতরাং যার ইচ্ছা হয়
আপন প্রভুর কাছে এসে গ্রহণ করুক সে আশ্রয়।
অনাগত শাস্তি সে কি, তার বিষয়
সাবধান করেছি আমি তোমাদের সুনিশ্চয়।
দেখতে পাবে সেদিন মানুষ পাঠাল দুই হস্ত তার
কোন সম্বল আগের থেকে ! বলতে থাকবে কাফের
—আর (ভাগ্যহত আমি হায়)
হতাম যদি মাটি—(ছিল শান্তি তায়) !

নাবা—খবর। হোকবা—বহুযুগ।

তাস্মাত

শানে-নজুল

সুরা ফাতেহা [১]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি শব্দ, ১২৩টি অক্ষর ও ১টি রুকু। ইহার অপর নাম 'সাবাউল মোসানী'। 'সাবা' অর্থ সাত ; 'মোসানী' অর্থ পুনপুন।

ফাতেহা—উদঘাটিকা। এই 'সুরা' দিয়াই পবিত্র কোর-আন শরীফের আরম্ভ। এই জন্য এই সুরার নাম 'ফাতেহা'। ইহা কোর-আনের শেষ খণ্ড আমপারায় নাই, ইহা কোর-আন শরীফের প্রথম খণ্ডের 'সুরা'। নামাজ, বন্দেগি, প্রার্থনা প্রভৃতি সকল পবিত্র কাজেই সুরা ফাতেহার প্রয়োজন হয় বলিয়া আমপারার সঙ্গে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল।

শানে-নজুল—(অবতীর্ণ হইবার কারণ)—একদা হজরত মোহাম্মদ (দ.) মক্কার প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, মোহাম্মদ ! আমি স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল, আপনি পয়গম্বর, আমি শপথ করিতেছি—আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রসুল (তত্ত্ববাহক)। আপনি বলুন, আলহামদোলিল্লাহ—সকল প্রশংসাই বিশ্বপতি আল্লার, ইত্যাদি।

—(তফসীরে আজিজী ও তফসীরে মাজহারী)

সুরা নাস [২]

মদীনা শরীফে অবতীর্ণ ; ইহাতে ৬টি আয়াত, ২০টি শব্দ, ৮১টি অক্ষর এবং ১টি রুকু আছে। 'নাস' অর্থ মানুষ। (কোর-আন শরীফের মোট ১১৪টি সুরার মধ্যে এইটিই শেষ সুরা।)

সুরা ফলক [৩]

মদীনা শরীফে অবতীর্ণ ; ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৩টি শব্দ, ৭৩টি অক্ষর ও ১টি রুকু। 'ফলক'—ঊষা, প্রাতঃকাল। ইহা কোর-আনের ধারাবাহিক ১১৩ নং সুরা।

শানে-নজুল—মদীনা শরীফের অধিবাসী লবিদ নামক একজন ইহুদির কয়েকটি কন্যা ছিল। তাহারা হজরত নবী করিমের মাথার কয়েকটি চুল ও চিরুনির কয়েকটি দাঁতের

উপর জাদুমন্ত্র পাঠ করিয়া এগারোটি গ্রন্থি দিয়াছিল এবং তাহা এক একটি খোর্মা মুকুলের মধ্যে রাখিয়া 'যোরআন' নামক কূপের তলদেশস্থ প্রস্তরের নিচে স্থাপন করিয়াছিল। এই জাদুর দরুন হজরতের শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়াছিল যে, তিনি যে কাজ করেন নাই তাহাও করিয়াছেন বলিয়া কখনো কখনো তাঁহার ধারণা হইত। হজরত ছয় মাস কাল যাবৎ এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে জানিতে পারিলেন তাঁহার ঐ পীড়ার কারণ কি। প্রাতে হজরত আলী, আম্মার ও জোবায়েরকে 'যোরআন' কূপের দিকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা উক্ত কূপের তলদেশ হইতে ঐসব দ্রব্য তুলিয়া হজরতের নিকট নিয়া হাজির করেন। তখন জিব্রাইল 'ফলক' ও 'নাস' এই দুই সুরা সহ অবতরণ করেন। এই দুই সুরায় এগারোটি আয়াত আছে। তিনি এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে এগারোটি আয়াত পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া উহার এগারোটি গ্রন্থি খুলিয়া গেল। অতঃপর হজরত সম্পূর্ণরূপে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

—(এমাম এবনে কছির, জালালায়ন, কবীর)

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাদুমন্ত্র দ্বারা মানুষের শারীরিক ক্ষতি হওয়া অসমীচীন নয়; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জাদুমন্ত্র-প্রভাবে স্বর্গীয় আদেশ প্রচারের কালে বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন এরূপ ধারণা করা বাতুলতা মাত্র।

—(কবীর, হাক্কানী)

সুরা ইখলাস [৪]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ, ৪৯টি অক্ষর ও ১টি রুকু আছে।

শানে নজুল—মক্কার অধিবাসী কতিপয় কাফের হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আল্লাহ কি উপাদানে গঠিত? তিনি কি আহার করেন? তাঁহার জনক কে? ইত্যাদি; তদুত্তরে এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম কাতাবা বলেন—'সামাদ' অর্থ যিনি পান-আহার করেন না। এই শব্দের—অভাবরহিত, শ্রেষ্ঠতম, অনাদি, নিষ্কাম ও অনন্ত ইত্যাদি বহু অর্থ আছে। আল্লাহ কাহারো মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থী নন, সকলেই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী; তিনি

বে-নেয়াজ। এই সুরায় অংশিবাদী ও পৌত্তলিকদের মতবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

—(কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)

সুরা লহব [৫] মক্কায় অবতীর্ণ ; ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৪টি শব্দ, ৮১টি অক্ষর।

শানে-নজুল—বোখারি ও মোসলেম প্রভৃতি টীকাকারদের মতে খোদাতালা হজরতের আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে শাস্তির ভীতি প্রদর্শনসংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ করিলে তিনি সাফা পর্বতের উপর আরোহণ করিয়া আরবের তদানীন্তন নিয়মানুসারে উচ্চৈস্বরে 'সাবধান' 'সাবধান' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। তাহাতে কোরায়েশ বংশের অনেক লোক তথায় উপস্থিত হইয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করে, কি হইয়াছে? হজরত তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি বলি যে, একদল শত্রু তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পর্বতের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছে, তবে তোমরা আমার এই কাজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি? তদুত্তরে তাহারা বলিল, নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করিব। আমরা বেশ পরীক্ষা করিয়াছি, আপনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তৎপর হজরত বলিলেন,—হে কোরেশগণ! তোমাদের সম্মুখে জ্বলন্ত দোজখের মহাশাস্তি রহিয়াছে; যদি তোমরা আমার ও খোদার বাণীর উপর আস্থা স্থাপন না করো, তবে তোমাদিগকে ঐ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তোমরা স্ব স্ব আত্মাকে উক্ত শাস্তি হইতে রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া আবু লহব (হজরতের পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহার স্ত্রী আবু সুফিয়ানের ভগ্নী উম্মে জামিলা) রাগান্বিত হইয়া বলিল 'তাব্বান লাকা'—তোর ধ্বংস হউক। এ ঘটনার পর এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

—(বোখারী)

সুরা নসর [৬] এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয় ; ইহাতে ৩টি আয়াত, ১৯টি শব্দ ও ৮১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হিজরি ষষ্ঠ সালে হজরত ছাহাবাগণসহ 'ওমরা' সম্পন্ন করার জন্য হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে কোরেশগণ তাঁহাদিগকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিতে

বাধা প্রদান করে। সেই সময় কোরেশগণের সহিত হজরতের এই মর্মে এক সন্ধি হয় যে, একদল অপর দলের প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। বনুবকর সম্প্রদায় কোরেশদের ও খোজা সম্প্রদায় হজরতের পক্ষভুক্ত হইল। কিছুকাল পর বনুবকরেরা কোরেশদের সহায়তায় উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করত খোজাদলকে আক্রমণ করে। খোজারা হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও বনুবকরেরা তাহাদিগকে প্রহার করে। জনৈক খোজানেতা ও তাহাদের দলের কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। হজরত ছাহাবাগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করেন। পূর্বের অঙ্গীকার দৃঢ় ও শর্তের সময় বৃদ্ধি করার মানসে কোরেশগণ আবু সুফিয়ানকে মদীনা শরীফে প্রেরণ করেন। হজরত আলী, জোবায়ের প্রভৃতি ছাহাবার প্রেরিত পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্র কাড়িয়া লন। দশম হিজরিতে দশ হাজার ছাহাবা-সহ মক্কা অভিমুখে হজরত যাত্রা করেন। আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ, হজরত আব্বাসের প্রার্থনায় তাহার মুক্তি, বহু সৈন্যের ভীতি, মক্কা বিজয়, অধিবাসীগণকে ক্ষমা, ১৫ দিবস তথায় অবস্থান ইত্যাদির আভাস ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে।

সুরা কাফেরুন [৭] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ ; ইহাতে ৬টি আয়াত, ২৭টি শব্দ ও ৯৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ওমাইয়া, হারেছ, আ'স, অলিদ প্রভৃতি কোরেশগণ হজরত তাহাদের ধর্মমতের অনুসরণ করিলে, তাহারাও হজরতের ধর্মমতের অনুসরণ করিবেন বলায় তিনি বলিলেন, আমি আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি কখনো তাঁহার অংশীস্থাপন করিতে পারিব না। তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে না অথচ হজরতের সহিত মিলিত হইতে চায় ; তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা কাওসার [৮] এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয় ; ইহাতে ৩টি আয়াত, ১০টি শব্দ ও ৩৭টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—এই সুরাটি আবু জহল, আবু লহব, আ'স ও আকাবার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে, হজরতের পুত্র তাহের দেহত্যাগ করার পর আ'স নামীয়

জনৈক ধর্মদ্রোহী হজরতের সহিত আলাপ করার পর নিজের দলের লোকদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, আমি অবতার নিঃসন্তান বা আঁটকুড়ের সহিত আলাপ করিয়াছি। উহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এন্তেকালের পর হয়তো তাঁহার নাম লোপ পাইবে। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা মাউন [৯]

মক্কা শরীফে এই সুরা অবতীর্ণ হয় ; ইহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি শব্দ ও ১১৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—আবু জহল কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তির সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিজেই বালকের পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে এবং বালকটিকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। উক্ত বালক ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র অবস্থায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আবু জহলের অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করে। হজরত আবু জহলের নিকট যাইয়া উহার প্রতিকারার্থে তাহাকে কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন করেন। আবু জহল কেয়ামতের প্রতি অসত্যারোপ করিতে থাকায় হজরত দুঃখিত মনে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

আবু সুফিয়ান সম্মান লাভের ইচ্ছায় প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া উষ্ট্র জবেহ করিয়া সম্ভ্রান্ত কোরেশদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত। একদা জনৈক পিতৃহীন বালক আবু সুফিয়ানের বাড়িতে নিমন্ত্রণের দিন উপস্থিত হইয়া কিছু মাংস ভিক্ষা চাহিয়াছিল। উহাতে সে যষ্টির আঘাত করিয়া উক্ত বালককে বিতাড়িত করে ; সেইজন্য এই সুরা নাজেল হয়।

—(এমাম রাজী)

কেহ কেহ বলেন—কেয়ামত অমান্যকারী পাপী আস কিংবা ধনশালী অবাধ্য ও অহঙ্কারী অলীদের সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

শেষার্ধ আবদুল্লা-বেনে-ওবাইয়া নামক জনৈক কপটাচারী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া 'খাজেনে' উল্লিখিত আছে।

পরন্তু ধার্মিক বলিয়া পরিচিত যে সকল ব্যক্তির ব্যবহারে অধর্ম প্রকাশ পায় তাহাদের লোক-দেখানো কপটতার উদ্দেশ্যেই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা কোরায়শ [১০৬] ইহা মক্কায় নাজেল হইয়াছে। এই সুরাতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ ও ৭৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—করশ শব্দ হইতে কোরায়শ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ সংগ্রহ করা বা উপজীবিকা সংগ্রহ করা। কোরায়েশগণ ব্যবসায় দ্বারা অর্থ বা উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেন—তজ্জন্য তাঁহারা এই নামে অভিহিত হইতেন।

এবনে আব্বাসের মতে, কোরায়েশ নামক এক প্রকার জলজন্তু সমুদ্রে বাস করে। উহারা সামুদ্রিক জন্তুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহারা যে কোনো সামুদ্রিক জন্তুর নিকট উপস্থিত হয় তাহাকেই গ্রাস করে ; কিন্তু অন্য কোনো জন্তু উহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। আরব দেশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সম্প্রদায় কেলাবের পুত্র কোছাইয়ের বংশধরেরা এই নামে অভিহিত। তাহারা বাণিজ্যার্থ শীতকালে ইমন প্রদেশের দিকে ও গ্রীষ্মকালে শাম (সিরিয়া) দেশের দিকে যাইত। কাবাগৃহের রক্ষক ও অধিপতি বলিয়া উভয় দেশের নরপতিগণ তাহাদিগকে প্রচুর সম্মান করিত ; আর তাহারাও বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি আবশ্যকীয় বস্তুগুলি স্বদেশে আনয়ন করিত ও বাণিজ্যে বেশ লাভবান হইত। কানানার পুত্র নাজারকে কোরায়েশ নামে অভিহিত করা হইত। তৎপর তাহার বংশধরেরা উক্ত নামে অভিহিত হইতে থাকে। হজরত ও তাঁহার ৪ জন খলিফা এই বংশসম্ভূত।

আবরাহার দলের উপর জয়ী হওয়ায় আবেসিনিয়াবাসীদের সম্বন্ধে এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা ফীল [১০৫] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৪টি শব্দ ও ৯৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ইমন প্রদেশের শাসনকর্তা আবরাহা ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া ইমনের 'ছানয়া' নামক স্থানে রত্নরাজি খচিত 'কলিসা' নামে একটি গির্জা প্রস্তুত করিয়া তথায় উপাসনার নিমিত্ত লোকদিগকে আহ্বান করেন। ধার্মিক লোকেরা তাঁহার আদেশ মানিতে রাজি না হওয়ায় তিনি কাবা ধ্বংসের নিমিত্ত বহু সৈন্যসামন্ত ও ১৩টি হাতি ('মামুদ'সহ) প্রেরণ করেন। হজরতের পিতামহ আব্দুল মোতালেব 'মোগাম্মছ' নামক স্থানে হান্নাতা নামক ব্যক্তির সহিত যাইয়া আবরাহার

নিকট হাজির হন ও যথেষ্ট সম্মান পান এবং তাঁহার লুণ্ঠিত দুই শত উষ্ট্র ফেরত পাইবার দাবি জানান। আবরাহা কাবা ধ্বংসের বাসনা জ্ঞাপন করায় তিনি বলেন—আমি উটের মালিক, উট ফেরৎ চাই—কাবাগৃহের মালিক স্বয়ং আল্লাহ, কাজেই তিনি উহা রক্ষা করিবেন। আরবের অপর যে সকল নেতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহারা মক্কায় ধনসম্পদ বা চতুষ্পদ জন্তুসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চাওয়া সত্ত্বেও আবরাহা কাবা ধ্বংসের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, আবদুল মোতালেবের উটগুলি ফেরৎ দিতে আদেশ দিলেন।

আবরাহা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তখন কাবার মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত আল্লাহতা'লা দলে দলে পাখি প্রেরণ করিলেন। উহারা উপর হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করত আবরাহার সমস্ত হস্তী ও সৈন্য বিনাশ করিয়া দিল। এই ঘটনার কিছুকাল পর হজরতের জন্ম হয়।

কোরেশগণের উপর যে আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই এই সুরায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আল্লার এবাদত করা কোরায়েশগণের কর্তব্য, এই উদ্দেশ্যে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা হুমাজাত [১২] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৯টি আয়াত, ৩৩টি শব্দ ও ২৩৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ধর্মদ্রোহী আখনাস, অলিদ, ওবাই, ওমাইয়া, জমি ও আ'স সাক্ষাতে হজরতকে ও তাঁহার সহচরগণকে বিদ্রূপ করিত এবং অসাক্ষাতে তাঁহাদের অপবাদ প্রচার করিত। এইজন্য এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা আসর [১৩] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩টি আয়াত, ১৪টি শব্দ ও ৭৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা হজরত আবুবকর (রা.) তাঁহার পূর্ববন্ধু কালদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কালদা বলিল—আপনি দক্ষতা সহকারে বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইয়া আসিতেছেন—বর্তমানে পৈতৃক ধর্ম (প্রতিমা-পূজা) পরিত্যাগে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তদুত্তরে আবুবকর (রা.) বলিলেন—যে সত্য ধর্ম অবলম্বন ও সৎকার্য সম্পাদন

করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। সেই সময় এই সুরা অবতীর্ণ হয়।
এবনে আব্বাসের মতে, ইহা অলিদ, আ'স কিংবা আসওয়াদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।
মোকাতেলের মতে, আবু লাহাব সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

সুরা তাকাসুর [১৪] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৮টি আয়াত, ২৮টি শব্দ ও ১২৩টি অক্ষর আছে।
শানে-নজুল—কোরেশকুলের এক শাখার নাম বনি-আব্দ-বেনে মান্নাফ, অপর শাখার নাম বনি-সাহম। প্রত্যেক শ্রেণী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বলিতে লাগিল—আমরা অর্থে, ঐশ্বর্যে, সম্ভ্রমে ও লোকসংখ্যায় শ্রেষ্ঠতর। এমনকি, প্রত্যেক দল স্বীয় গৌরব বর্ধনের নিমিত্ত আপন দলভুক্ত লোকদিগকে গণনা করিতে আরম্ভ করিল। এই গণনায় আব্দ-মান্নাফ বংশের লোক সংখ্যায় অধিক হইল। পরে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণীর লোক গণনা করায় বনি-সাহম দলের লোকসংখ্যা অধিক হইল। লোকসংখ্যা নিরূপণের নিমিত্ত তাহারা গোরস্থানে গিয়াছিল। সেই সময় এই সুরা নাজিল হয়।
মতান্তরে : ইহুদিগণের নামে সংখ্যাধিক্য লইয়া কলহের সূত্রপাত হওয়ায় মদিনাবাসী বনি-হারেস ও বনি-হারেসা এই দুই দল পরস্পর ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার করায় এই সুরা নাজেল হয়।

—(একসির)

সুরা ক্বারেয়াত [১৫] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৩৫টি শব্দ ও ১৬০টি অক্ষর আছে।
শানে-নজুল—কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন ও ইসলামের বিজয়ের ইঙ্গিত করার জন্য এই সুরা নাজেল হয়।
এমাম কাতাদা বলেন—একদা ইহুদিগণ বলিয়াছিল যে, আমরা বিপক্ষ দল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ; সেই সময়ে এই সুরা নাজেল হয়।
এমাম এবনে কসিরের মতে, মদিনাবাসী বনি-হারেস ও বনি-হারেসা এই দুই দল ধনসম্পদের অহঙ্কার করিয়াছিল, তজ্জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আ'দিয়াত [১৬] এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ ও ১৭০টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত তাঁহার সহচর মোনজের-বেনে-আমরকে একদল অশ্বারোহীসহ 'বনি-কানানা' সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে পাঠান এবং ফিরিয়া আসিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। পথের এক স্থান জলপ্লাবিত থাকায় তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়। তখন কাফেরগণ উক্ত সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচার করায় মুসলমানগণ দুঃখিত হয়। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা জিলজাল [১৭] এই সুরায় ৮টি আয়াত, ৩৭টি শব্দ ও ১৫৮টি অক্ষর আছে। হাক্কানী, হোসেনী, শাহ অলিউল্লাহ, শাহ্ রফিউদ্দিন, শাহ্ আবদুল আজিজ প্রভৃতির মতে, এই সুরা মদিনা শরীফে নাজেল হইয়াছে।

কবীর বলেন—এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে (এবনে আব্বাস, কাতাদা)। কাশ্‌শাফ, বায়জাবী ও জালালাইন বলেন—এই সুরার অবতরণ-স্থান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

—(বোখারি শরীফ, Part 1, Vol. 1.)

শানে-নজুল—একদা হজরতের সঙ্গে আবুবকর (রা.) যখন কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময় ৭/৮ আয়াত নাজেল হয়। তখন, আবুবকর (রা.) আহার গ্রহণ ত্যাগ করিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি এক বিন্দু কুকর্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইব? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, সংসারে তুমি যে কোনো সময়ে বিপদাপন্ন হও, উহা তোমার বিন্দু বিন্দু অসৎ কর্মের প্রতিফল; আর তোমার বিন্দু বিন্দু পুণ্যকে আল্লা তোমার জন্য সম্বলস্বরূপ রক্ষা করেন, পরকালে, ঐ সকলের প্রতিদান আল্লা তোমাকে দিবেন। সামান্য সামান্য সৎকার্য আর সামান্য সামান্য পাপ-কার্য একত্রিত হইয়া পর্বত-তুল্য হইয়া যায়; অকিঞ্চিৎকর কার্যও বৃথা যায় না—এই শিক্ষা প্রচারার্থ উক্ত আয়াতদ্বয় নাজেল হয়।

সুরা বাইয়েনাহ [১৮] এই সুরায় ৮টি আয়াত, ৯৫টি শব্দ ও ৪১৩টি অক্ষর আছে। কবীর, হাক্কানী, শাহ অলিউল্লাহ্ ও শাহ্ রফিউদ্দীন বলেন—এই সুরা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্‌শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেনী বলেন, এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে-নজুল—মদিনার ইহুদিগণ ও মক্কার অংশিবাদীগণ তৌরাতের প্রতিশ্রুত শেষ পয়গম্বরের প্রতীক্ষায় ছিল। শেষ পয়গম্বর আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও তাহারা পাপ-কার্য হইতে বিরত হয় নাই—তজ্জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা কদর [১৯]

এই সুরায় ৫টি আয়াত, ৩০টি শব্দ ও ১১৫টি অক্ষর আছে। ইহা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্‌শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেনীর মতে, এই সুরা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে-নজুল—কোনো কথা-প্রসঙ্গে একদা হজরত উল্লেখ করেন যে, ইস্রায়েল বংশীয় হজরত সমউন সহস্র মাস কাল দিবস রোজা রাখিতেন ও জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করিতেন আর রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার আসহাবগণ বলিল—সাধারণত আমরা ৬০/৭০ বৎসর বাঁচিয়া থাকি ; তন্মধ্যে কতকাংশ শৈশবাবস্থায়, কতকাংশ নিদ্রিতাবস্থায়, কতকাংশ পীড়িত ও শৈথিল্যাবস্থায় এবং কতকাংশ জীবিকা সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হয় ; অবশিষ্টাংশে আমরা কতটুকু সৎকার্য করিতে সক্ষম হইব? উহাতে হজরত দুঃখিত হন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আলক [২৬]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২৯টি আয়াত, ৭২টি শব্দ ও ২৯০টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মক্কার অদূরে হেরা গিরি-গহ্বরে হজরত এবাদতে মশগুল হইতেন। জিব্রাইল হজরতের নিকট সর্বপ্রথম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আপনি পাঠ করুন।' হজরত বলিলেন—'আমি নিরক্ষর এবং পাঠ করিতে সমর্থ নহি।' এইরূপ তিন প্রশ্নোত্তরের পর জিব্রাইল বলিলেন—'আপনি সেই মহান খোদার নামে পাঠ করুন' ইত্যাদি (কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)।

প্রথম পাঁচ আয়াত তখন নাজেল হয়। প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সুরা ফাতেহা ও তৎপর সুরা মোদ্দাস্‌সের অবতীর্ণ হয়। হজরত সেজদা করিতেছেন দেখিলে আবুজহল তাঁহার গ্রীবায় পদাঘাত ও তাঁহার মুখমণ্ডল মৃত্তিকায় প্রোথিত

করিবে বলিয়া প্রতিমার শপথ করিয়াছিল। হজরতের নামাজ পড়িবার সময় কাছে উপস্থিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা অনুরূপ কাজ করিতে সক্ষম হয় না। তখন ৬–১৪ আয়াত নাজেল হয়।

সুরা তীন [২১] এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি শব্দ ও ১৬৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—১। তীন—আঞ্জির, জায়তুন-তৈল বৃক্ষ বিশেষ উভয় নামে পরিচিত পর্বতে হজরত ঈশার জন্ম ও নবুয়ত-প্রাপ্তি হয়।

২। সিনিনা—সিনাই পাহাড় ; এস্থানে হজরত মুসা 'তওরাত' গ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

৩। বালাদুল আমিন—'শান্তিময় নগর'—এই বাক্যাংশ দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) জন্মভূমি মক্কা নগরীকে বুঝায়।

উক্ত তিনটি পাক স্থানের নামে উপরোক্ত নবীগণের স্মরণার্থ আল্লাহ্তায়ালা শপথ করিয়া মানবগণকে এই সাবধান-বাণী জানাইতেছেন যে, তিনি আদেশ-প্রদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (আদেশ-প্রদাতা)।

সুরা ইনশেরাহ [২২] এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ৮টি আয়াত, ২৭টি শব্দ ও ১০৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—খাদিজা বিবির মৃত্যুর পর হজরত সাতিশয় মর্মাহত ও চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে উক্ত শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এই সুরা নাজেল হয়। এবাদত-বন্দেগি ও কোর-আনে তোমাকে উল্লেখ করিয়া এবং তোমার গুরুতর দায়িত্ব পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া তোমাকে মহিমান্বিত করি নাই কি? ইত্যাদি শানে-নজুলের মর্ম।

—(তফসীরে কবীর)

সুরা দ্বোহা [২৩] এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ ও ১৬৬টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরতের নিকট কোনো কারণে কয়েকদিন (কাহারো মতে ১০, কাহারো মতে ১৫, কাহারো মতে ৪০ দিন) অহি নাজেল না হওয়ায় কাফেরেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছিল—মোহাম্মদকে (দ.) তাঁর আল্লা পরিত্যাগ

করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখে মর্মাহত হন, তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা লায়ল [২৪] এই সুরা মক্কাতে নাজেল হয়। ইহাতে ২১টি আয়াত, ৭১টি শব্দ ও ৩১৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—আবুবকর (রা.) ও দ্বিতীয় খালাফের পুত্র ওমাইয়া মক্কায় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত সমাজ-নেতা ছিলেন। ওমাইয়া ১২টি কিঙ্কর দ্বারা নানা উপায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। পরকালের জন্য কেন তিনি দান করেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন—প্রয়াসী বিপুল অর্থ সম্পদ থাকিতে কল্পিত বেহেশতের সম্পদ লাভের আশায় আমি নাই। ইনিই হজরত বেলালের মনিব ছিলেন। ওমাইয়ার গৃহে রাত্রে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া হজরত আবুবকর স্বীয় ক্রীতদাস নাস্তাশ ও ৪০টি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বেলালকে ক্রয় করিয়া হজরতের সামনে নিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করেন।

অতএব, আবুবকর ও ওমাইয়া সম্বন্ধে এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা শামস [২৫] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১৫টি আয়াত, ৫৬টি শব্দ ও ২৫৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কোর-আন শরীফে সাধারণত আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের যুক্তির সাহায্যে কোনো একটা সত্য প্রতিষ্ঠা ও সপ্রমাণ করার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সুরায় সূর্য, চন্দ্র ও দিবারাত্রি প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা উহাদের তারতম্য বুঝানো হইয়াছে ; আর কোন্ কার্য দ্বারা মানুষ আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে এবং কোন্ কার্য করিলে মানুষের আত্মা কলুষিত ও জীবন ব্যর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। 'সমুদ' জাতির এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া—'খোদাতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন, যাহাকে ইচ্ছা গোমরাহ্ করেন'—এই উক্তি উপরোক্ত সুরা দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে।

সুরা বালাদ [২৬] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২০টি আয়াত, ৮২টি শব্দ ও ৩৪৭টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কালদা নামক বলিষ্ঠ কাফেরকে হজরত মোহাম্মদ (দ.) ইসলাম গ্রহণ করিতে বলায় সে অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিল যে, দোজখের ১৯ জন ফেরেশতাকে সে একা বাম হস্তে অবরোধ করিতে পারিবে ; বেহেশতের বাগিচা, নহর ও মণিকাঞ্চনের মূল্য তাহার বিবাহাদি উৎসবে ব্যয়িত অর্থের তুল্য হইতে পারে না। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা ফজর [২৭] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৩০টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ ও ৫৮৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—এক সময় কাফেররা বলিতে লাগিল যে, মানুষের ভালোমন্দ কার্যের প্রতিফল প্রদান করা আল্লার অভিপ্রেত নহে। যদি তিনি পাপীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও পুণ্যবানের প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন তবে কেয়ামতের প্রতীক্ষা না করিয়া ইহ-জগতেই কেন সৎলোকদিগকে সম্পদশালী ও অসৎ লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করেন না? পরলোক মিথ্যা, ইত্যাদি। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা গ্বাশিয়া [২৮] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৬টি আয়াত, ৯৩টি শব্দ ও ৩৮৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মানুষ পরজীবনে কর্মফল ভোগ করিবে, আরবেরা ইহা বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিত, মানুষ একবার মরিয়া মাটি হইয়া গেলে পুনর্জীবন লাভ করিবে কি করিয়া? এই সুরায় মেঘমালার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লার কুদরতে সব কিছু সম্ভব, অনন্ত শক্তিময় আল্লার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করিয়া এই জীবনের কর্মফল ভোগ করাইবেন। মানুষ এই জীবনে দুষ্কর্ম করিলে পরজীবনে তাহার সাজা পাইবে, আর এই জীবনে সৎকর্ম করিলে পরজীবনে তাহার পুরস্কার পাইবে। মানুষের কোনো কর্মই বৃথা হইবে না, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আ'লা [২৯] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টি আয়াত, ৭২টি শব্দ ও ২৯৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—যখন হজরতের প্রতি সুদীর্ঘ সুরাসমূহ নাজেল হইতে থাকে এবং তিনি অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে

থাকেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, আমি কোনো শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিখি নাই, এমতাবস্থায় এত অধিক সংখ্যক শব্দ ও সূক্ষ্ম মর্ম আয়ত্ত করা ও স্মরণ রাখা সম্ভব হইবে না, হয়তো ইহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ এই সূরা অবতীর্ণ হয়—'খোদাই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনি উহা ভুলিবার কল্পনাও করিবেন না।'

সূরা তারেক [৩০] এই সূরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি শব্দ ও ২৫৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা রাত্রিতে হজরতের গৃহে তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেব উপস্থিত হইলে পর, তাঁহার সামনে আহারের নিমিত্ত রুটি ও দুগ্ধ হাজির করা হয়। তাঁহারা উভয়ে যখন খাদ্য গ্রহণে রত তখন একটি উল্কাপিণ্ডের জ্যোতিতে ঐ গৃহ উদ্ভাসিত হইয়া ঐ জ্যোতিতে আবু তালেবের চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হইয়া গেল। ব্যস্ততা-সহকারে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি? হজরত বলিলেন—শয়তানেরা যখন আসমানের গুপ্ত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উড্ডীয়মান হয়, তখন ফেরেশতারা উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করে। আবু তালেব বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তখন এই সূরা নাজেল হয়।

সূরা বুরুজ [৩১] এই সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি শব্দ ও ৪৭৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মক্কার পৌত্তলিকেরা মুসলমানগণকে ইসলাম গ্রহণ করার দরুন নানা প্রকার উৎপীড়ন করিত। হজরতের নিকট মুসলমানগণ অভিযোগ করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এক সময় তাহাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে খোদা তাহাদিগকে সক্ষম করিবেন। এ-কথা শ্রবণ করিয়া কাফেররা বলিতে লাগিল—এরূপ দুর্বল, অপমানিত ও অর্থহীন লোকেরা কিরূপে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে? খোদার ইচ্ছাতেই আমরা সম্মানিত আর তাহারা হেয় ও লাঞ্ছিত। কাফেরদের উক্ত কথার প্রত্যুত্তরস্বরূপ ঐ সময় এই সূরা অবতীর্ণ হয়। অগ্নিকুণ্ড

স্থাপয়িতাদের পরিণাম বর্ণনা করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীদিগকে ইহাতে সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছে।

—(আজিজী)

সুরা ইনশিকাক [৩২] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২৫টি আয়াত, ১০৮টি শব্দ ও ৪৪৮টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের সময় মানুষের যে ভীষণ অবস্থা হইবে তাহার বর্ণনা ও পুনর্জীবন লাভের কথা এই সুরায় প্রকটিত হইয়াছে। কেয়ামত ও পুনর্জীবন লাভের কথা ভাবিয়া মানুষ যাহাতে সৎকর্ম সম্পাদন করে এই উদ্দেশ্যেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা তাৎফীফ [৩৩] এই সুরা মক্কায় কি মদীনায় নাজেল হয় এ-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে ৩৬টি আয়াত, ১৭২টি শব্দ ও ৭৫৮টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত মদিনায় পদার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, উক্ত স্থানের অধিবাসীগণ পরিমাণ ও ওজনে কম-বেশি করিয়া থাকে, তখন এই সুরা নাজেল হয়।

মক্কায় এই সুরা প্রথম নাজেল হইয়াছিল। হজরত মদিনায় যাওয়ার পর সেখানে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

সুরা ইনফিতার [৩৪] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টি আয়াত, ৮০টি শব্দ ও ৩৩৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের ভীষণ অবস্থার বর্ণনা ও মানুষকে যে তাহার কর্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে তাহা এই সুরায় প্রতিপাদ্য বিষয়। পরজীবনে সুফল পাইবার জন্য মানুষ যেন সৎকর্ম করে আর কুকর্মের ফল পরজীবনে যন্ত্রণাদায়ক হইবে ভাবিয়া যেন (এ জীবনে) কুকর্ম হইতে বিরত থাকে—এই উদ্দেশ্যেই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা তকভীর [৩৫] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি শব্দ ও ৪৩৬টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামত, পরকাল ও কর্মফল ভোগের কথা যখন হজরত মোহাম্মদ (দ.) বলিতেন তখন মক্কাবাসীরা তাঁহাকে পাগল বলিত। কেয়ামতের ভীষণ ধ্বংসলীলা ও

আল্লার শক্তির বর্ণনা দ্বারা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া সৎকর্ম করিবার তাকিদ দিবার নিমিত্ত এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আবাস [৩৬] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩২টি আয়াত, ১৩৩টি শব্দ ও ৫৫৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা হজরত কোরেশ সম্প্রদায়ের ওৎবা, আবু জাহেল, আব্বাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ইসলামের দিকে এই আশায় আহ্বান করিতেছিলেন যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে। সেই সময় আবদুল্লাহ্-এবনে-ওম্মে মকতুম নামক জনৈক অন্ধ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কোরান শিক্ষা দিবার জন্য হজরতকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে বলে। সে হজরতের কথোপকথনে বাধা প্রদান করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া হজরত মুখ বিমর্ষ করিয়াছিলেন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা নাজেয়াত [৩৭] এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪৬টি আয়াত, ১৮১টি শব্দ ৮৯১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—অনন্ত শক্তিময় আল্লার শক্তির কথা আর পরকাল ও পুনর্জীবন প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা মানুষকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—মানুষ যেন নিজের মনকে নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সুখ-লালসার নিমিত্ত যেন পরকালের অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের পথ বিনষ্ট না করে। পরকালের প্রতি লক্ষ্য রাখার ইঙ্গিত দিবার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা নাবা [৩৮] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪০টি আয়াত, ১৭৪টি শব্দ ও ৮০১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত প্রথম যে সময় লোকদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়া কোরান শুনাইতেন ও কেয়ামতের ভীতিপ্রদ সংবাদ বর্ণনা করিতেন সেই সময়ে বিধর্মীরা তাঁহার প্রেরিতত্ব, কোরান ও কেয়ামত সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিত, আর একে অপরের নিকট ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। তখন এই সুরা নাজেল হয়।